বেহেশ্‌ত কী !

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

পবিত্র কুরআনে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল মানুষের পুরস্কার হিসেবে 'জান্নাত' বা 'বেহেশ্‌ত' এর উল্লেখ রয়েছে। বেহেশ্‌ত কী–সে বিষয়ে মুসলমান আলেমগণ নানাবিধ বর্ণনা দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, বেহেশ্‌ত হচ্ছে এমন স্থান যেখানে সুস্বাদু ফলের বাগান, যেমন–আঙ্গুর, ডালিম ইত্যাদি, মধু ও অন্যান্য সুস্বাদু পানীয়, হুর-গেলমানসহ আরো অনেক উপভোগ্য উপাদান থাকবে, বেহেশ্‌তবাসীরা অনায়াসে চাহিদামত সেগুলো লাভ করবে এবং মৃত্যুর পর অর্থাৎ কেবল পরকালেই এ পুরস্কার লাভ হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে এসব বর্ণনা যে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা তাদের জানা নেই। এসবের নিগুঢ় অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে এ জগতের এসব উপভোগ্য ও লোভনীয় জিনিষকে পরকালের বেহেশ্‌তের সামগ্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে অনেকটা ভিন্নমত পোষণ করে কবি বলেছেন,

'কোথায় স্বর্গ,
কোথায় নরক,
কে বলে তা বহু দূর,
মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক
মানুষেই সুরাসুর'।

বেহেশ্‌তের এসব অলীক ও ভ্রান্ত ধারনার বেড়াজালে আটকে পড়ে সাধারণ মানুষ পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। অনেকে এ কথাও বলতে শুরু করেছে, "নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য"।

এসব অজ্ঞানান্ধ মানুষের উদ্ধার এবং পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষাকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-এর দাস প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)কে এ জামানায় প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) আবির্ভূত হয়ে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সকল মানুষের মধ্যে বিস্তার এবং সকলকে ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত করার ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। এবং খাঁটি ইসলামকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেছেন।

বেহেশ্‌ত কি, সে বিষয়ে মুসলমান আলেমগণ নানাবিধ বর্ণনা দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, বেহেশ্‌ত হচ্ছে এমন স্থান যেখানে সুস্বাদু ফলের বাগান, যেমন–আঙ্গুর, ডালিম, ইত্যাদি, মধু ও অন্যান্য সুস্বাদু পানীয়, হুর-গেলমানসহ আরো অনেক উপভোগ্য উপাদান থাকবে, বেহেশ্‌তবাসীরা অনায়াসে চাহিদামত যেগুলি লাভ করবে এবং মৃত্যুর পর অর্থাৎ কেবল পরকালেই এ পুরস্কার লাভ হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে এসব বর্ণনা যে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা তাদের জানা নেই।

প্রকৃত ইসলাম কী এবং ইসলামের পথে নিষ্ঠার সাথে বিচরণ করলে কী ফল লাভ হয়, সে বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এটা আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, কোন দর্শন অথবা বিজ্ঞান যদি এর বর্তমান অবস্থার চাইতে হাজারগুণও উন্নতি করে তথাপি পবিত্র কুরআন এমন এক পূর্ণাঙ্গ কিতাব যে, জ্ঞানের সেই নতুন বিকাশ কখনোই একে পরাভূত করতে পারে না। যাহোক, যে লোক কখনো এ মহাগ্রন্থের একটি বাক্যও নিষ্ঠার সাথে পাঠ করেনি, তার পক্ষে সম্ভব নয় যে সে এর গভীরে প্রবেশ করে।

উদাহরণ স্বরূপ, কুরআনের শিক্ষাসমূহে বেহেশ্‌তের আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণনা করা আছে যা পরকালে পুরস্কার দানের সাথে সম্পর্কিত। এসব পুরস্কারের মধ্যে এমন বাগানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার নীচ দিয়ে নহর প্রবাহিত। এ ধরনের বর্ণনা সমূহ কেচ্ছা-কাহিনীর মত মনে হতে পারে কিন্তু ওগুলো কেচ্ছা-কাহিনী নয়। ওগুলোর এক বাস্তবতা আছে এবং তা হচ্ছে, ইসলামের শুরুতে আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্পর্কে লোকেরা সাধারণভাবে অপরিচিত ছিল। এসব বিষয় সম্পর্কে তারা ছোট্ট শিশুদের মতই ছিল। এটা আবশ্যক ছিল যে, গভীর ও সূক্ষ্ম দর্শন সমূহ বর্ণনা করতে ঐসব লোকদের কাছে এমন সব উপমা ও উপস্থাপন করা হতো যেগুলির সাথে তাদের পরিচয় ছিল এবং যেগুলি ঔসব বিষয়ের বাস্তবতা বুঝতে তাদেরকে সাহায্য করে। এ কারণেই বেহেশ্‌তের বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআন এ উপায় অবলম্বন করেছে। বেহেশ্‌তের প্রতীকী বর্ণনায় পবিত্র কুরআন বলে, **'খোদাভীরুদের জন্য প্রতিশ্রুত বেহেশ্‌ত সদৃশপূর্ণ'** (সূরা নং ১৩, আয়াত : ৩৬) যার অর্থ ইহা সাদৃশ্য স্বরূপ প্রকাশ করা হচ্ছে, এটা বাস্তব কিছু নয়'। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ হতে এটা স্পষ্ট যে প্রকৃত বেহেশ্‌ত সম্পূর্ণভাবে অন্যকিছু। নবী করীম (সা.) একথাও বলেছেন যে, শুধুমাত্র আপাত ও

বাহ্যিক বর্ণনার ওপর নির্ভর করা আমাদের উচিত নয়, কারণ বেহেশ্‌ত হলো এমন কিছু, যা কোন চর্মচক্ষু দর্শন করেনি অথবা কোন কর্ণ এর শব্দ শ্রবণ করেনি। যাহোক, বেহেশ্‌তের যেসব পুরস্কার ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি ঐসব বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলি আমরা দেখেছি এবং শুনেছি। উদাহরণ স্বরূপ–পবিত্র কুরআনের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, **'এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্‌ত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়'** (সূরা নং ২ আয়াত : ২৬)। এ আয়াতে 'ঈমান'-এর সাথে 'সৎকর্ম' এবং 'বাগান'-এর সাথে 'নহর'কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পরিণতি হচ্ছে 'বাগান' এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাধিত সৎকর্মের পরিণতি হচ্ছে নহরসমূহ। ঠিক যেভাবে পানি ছাড়া অথবা নিয়মিত পানি সরবরাহ ব্যতীত বাগান টিকে থাকতে পারে না, তেমনি সৎকর্মহীন ব্যক্তির ঈমান অর্থহীন হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঈমান ও বৃক্ষের মধ্যে বহুমাত্রিক সাদৃশ্য দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই ঈমান, যার প্রতি মুসলমানদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, তা হলো বৃক্ষসমূহের মত। একজন ঈমানদারের সৎকর্ম-এই বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের কাজ করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, এসব বিষয়ের ওপর যে যত বেশী চিন্তা করবে, তার কাছে এসবের অর্থ গভীর দর্শন ও তাৎপর্য তত বেশী প্রকাশ পাবে। ঠিক যেমন ভাল ফসল পেতে হলে একজন কৃষককে শুধুমাত্র বীজ বপন করলেই চলে না, এতে প্রয়োজনীয় পানি সেচ করতে হয়, তেমনি একজন আধ্যাত্মিক সাধককে আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার ফসল কাটার জন্য শুধু ঈমান আনয়নের বীজ বপন করলেই চলে না, তার আধ্যাত্মিক বাগানের জন্য পানি সেচেরও সুব্যবস্থা করে এর প্রতিপালন করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে তার সৎকর্মই সেই কাজটি করে থাকে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, সৎকর্ম ছাড়া ঈমান ঠিক সেরূপই অর্থহীন হয়, যেভাবে পানি সেচের অভাবে একটি সুন্দর বাগান অকেজো হয়ে পড়ে। বৃক্ষ যতই সুন্দর হোক এবং যত ভাল ফলই দিক তা অর্থহীন হয়ে পড়ে যখন এর মালীক এতে প্রয়োজনীয় পানি সেচ করার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। এতে এর যে পরিণতি হয় তা আমরা সবাই জানি। আধ্যাত্মিক জীবনে ঈমানরূপ বৃক্ষের অবস্থাও তেমনই সত্য। ঈমান হচ্ছে এক বৃক্ষ, যার জন্য সৎকর্ম হচ্ছে নহরের মত, যা একে বাঁচিয়ে রাখে এবং লালন পালন করে। অধিকন্তু, ঠিক যেভাবে বীজ বপন ও পানি সেচ করার পর ভাল ফসল পাবার বিষয় নিশ্চিত করতে একজন কৃষককে অন্যান্য কাজেও অনেক কঠিন পরিশ্রম করতে হয় আধ্যাত্মিক জগতেও একই রকম অবস্থা বিদ্যমান। আল্লাহ্‌ তাআলা এটা আবশ্যক এবং অপরিহার্য করেছেন যে, আধ্যাত্মিক পুরস্কারের ফল এবং দান পেতে হলে বড় প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম করা জরুরী"।

(মালফুযাত, ১০ম খন্ড পৃ: ৩৯৪-৩৯৬)।

একজন মানুষের নিজ কর্মই হচ্ছে বেহেশ্‌ত-তার আনন্দের প্রকৃত উৎস। যদি একজন মানুষ নিজ প্রকৃতিতে যদি ধর্মকে পরিত্যাগ না করে এবং সাম্যাবস্থার মাপকাঠি থেকে বিচ্যুত না হয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে আর তার আত্মা স্বর্গীত জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরগায় উপনীত হয়, তখন এমন লোক সেই সবল অঙ্গের মত হয়ে থাকে যা ঐসব সঙ্গত কর্মাদি সম্পাদন করে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তাকে সৃষ্টি করেছেন। এসব যথাযথ কর্ম সম্পাদনে সে একটা ব্যথা অনুভব না করে আনন্দ অনুভব করে। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, 'এবং যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য বাগান সমূহ রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত' (সূরা নং ২, আয়াত : ২৬)।

এ আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনাকে 'বাগান' এবং 'সৎকর্ম'কে 'পানির নহর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক। পানি ছাড়া যেমন বাগান সজীব হয় না এবং ফল দেয় না, তেমনি সৎকর্ম ছাড়াও কোন ঈমান উপকারে আসে না। এরূপে বেহেশ্‌ত হচ্ছে সৎকর্মের মধ্যে ধারণকৃত ঈমানের মূর্ত প্রতীকী প্রকাশ। নরকের ক্ষেত্রে যা বাস্তব বেহেশ্‌তের ক্ষেত্রে তদ্রূপ নয়; বেহেশ্‌ত এমন কিছু নয় যা বাহ্যিকভাবে অবস্থান করে। একজন মানুষের বেহেশ্‌ত তার অভ্যন্তর থেকেই উৎসারিত হয়।

বেহেশ্‌তের আনন্দ হচ্ছে এক বিশুদ্ধ প্রণোদনা যা এ জগতেই বিকশিত হয়। ঈমান হচ্ছে এক চারাগাছ এবং সৎকর্ম হচ্ছে পানির নহরের ন্যায় যা ঐ চারাগাছে পানি সিঞ্চন করে এবং এর সজীবতা ও জাঁকজমক অবস্থা বজায় রাখে। এই পৃথিবীতে বেহেশ্‌তের অবস্থান স্বপ্নের মত উপলব্ধি করা হয় কিন্তু পরজগতে তা বাস্তবরূপে অনুভূত হবে এবং পর্যবেক্ষণ করা যাবে। সেজন্য

বর্ণীত আছে যে, যখন বেহেশ্‌তবাসীদেরকে এসব দানে ভূষিত করা হবে, তারা বলবে যে, **"এগুলি তো সেই জিনিষ, যা পূর্বে আমাদেরকে দান করা হয়েছিল এবং পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ উপহার সামগ্রীসমূহ তাদের নিকট আনা হবে"** (সূরা নং ২ আয়াত : ২৬)। এতে এটা বুঝানো হয়নি যে, বেহেশ্‌তে দুধ, মধু আঙ্গুর, ডালিম ইত্যাদি দেয়া হবে, যেগুলি এ জগতে আমরা খেয়ে থাকি। বাহ্যিকভাবে এসব বস্তুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এসব বস্তু আমাদের আত্মাকে আলোকিত করে এবং খোদা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে। তাদের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আত্মা এবং ন্যায়নিষ্ঠা। সাদৃশ্যের কারণে ব্যক্ত কথা **'পূর্বেও এগুলি আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল'** দ্বারা একথা বুঝায় না যে, সেগুলি বাস্তবে এ জগতেরই কোন বস্তু অথবা দান-সামগ্রী। এর আসল অর্থ হচ্ছে যেসব ঈমানদার সৎকর্মশীল, তারা নিজ হাতে এক বেহেশ্‌ত নির্মাণ করে, যার ফলসমূহ তারা পরজগতে উপভোগ করবে। যাহোক, আধ্যাত্মিকভাবে এজগতে যেহেতু তারা ঐ ফলের স্বাদ গ্রহণ করবে, সেহেতু পরজগতেও তারা তা চিন্‌তে পারবে এবং আশ্চর্য হয়ে বলবে যে এগুলতো একই রকম ফল বলে মনে হয় যেগুলি ইতোপূর্বে তারা পৃথিবীতে উপভোগ করেছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীকী বর্ণনা সেরূপই হবে যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি মানুষ এজগতে সাধন করে অথবা সাধনের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায় এবং পরজগতে তারা তা চিনতে পারবে।

(মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৮-২৯)।

ঈমান এক মহান সঞ্চিত সম্পদ এবং এটা সেই নাম যা কোন কিছু গ্রহণ করার সেই পর্যায়ে দেয়া হয় যার বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান এখনো অর্জিত হয়নি এবং এখনো কিছু সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সংগ্রাম বিদ্যমান। এ অবস্থায় যে লোক সত্যনিষ্ঠতা সহকারে অন্তর ও বাক্যদ্বারা সত্য বলে বর্ণনা করবে তাকেই মু'মিন বলা হয়। এমন লোকই খোদার দৃষ্টিতে 'সত্যনিষ্ঠ' বলে গণ্য হয়। একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে তার সত্যনিষ্ঠার কারণে বিশেষ দান স্বরূপ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার জ্ঞানের উচ্চতর ধাপ সমূহ খুলে দেন। প্রকৃত পক্ষে এমন খাঁটি ঈমান ও খাঁটি বিশ্বাস দ্বারাই প্রকৃত বেহেশ্‌ত শুরু হয়। অতএব, পবিত্র কুরআনে যেখানেই বেহেশ্‌তের উল্লেখ আছে, তার পূর্বে ঈমান ও সৎকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঈমানের পুরস্কারের সাথে সৎকর্মের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, 'বাগানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত' (সূরা নং ২, আয়াত : ২৬)। এর অর্থ ঈমানের পুরস্কার হলো বেহেশ্‌তের বাগান এবং যেহেতু বাগানকে সবুজ ও মনোরম রাখতে পানির নহরের প্রয়োজন হয়, এমন প্রবাহমান পানির নহর হচ্ছে নেক কাজের প্রতিফল। এর বাস্তবতা হচ্ছে এইরূপ খাঁটি ঈমানদারের জন্য প্রত্যেক অবস্থায় এ জগতে তার জন্য বেহেশ্‌ত রয়েছে এবং বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি তার পরকালের জন্যও বিদ্যমান যে, যে নেক কাজ সে এ জগতে সম্পাদন করেছে, তা পরজগতে বহমান পানির নহরের এক সদৃশ্যরূপ পরিগ্রহ করবে। এ জগতেও আমরা এটা প্রত্যক্ষ করি যে, একজন লোক নেক কাজে যত বেশী উন্নতি করে এবং পাশাপাশি যত বেশী ঐসব মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে যেগুলি করলে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্যকারী বান্দা হিসেবে পরিগনিত হয় এবং যত বেশী আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনের কাজ থেকে সে বিরত থাকে, তার ঈমানের জোর তত বেশী বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক নতুন নেক আমল তার জন্য অধিকতর সন্তুষ্টি আনয়ন করে এবং সে গভীরতর অভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয় করে। আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রাপ্ত জ্ঞান তাকে আনন্দ দান করতে শুরু করে এবং এভাবে সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যখন আল্লাহ্ নিজ রহমতে তাকে তাঁর ভালবাসা দান করেন, যার মধ্যে সে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র জ্যোতি পূর্ণভাবে তার হৃদয়কে আলোকিত করে এবং তার পথের সকল ধরনের তমসা ও বাধা অপসারিত হয়। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌তে পৌঁছানোর পথে অবস্থিত সব বাধা ও ক্লেশ, এর প্রত্যাশীকে এক মুহূর্তের জন্যেও উদ্বিগ্ন করেনা। এর পরিবর্তে খোদার পথে ক্লেশ সয়ে নেয়া এর পথিকদের জন্য আনন্দের উৎসে পরিণত হয়। এটাই হচ্ছে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়।

ঈমানের সাতটি স্তর ছাড়াও অতিরিক্ত আরো একটি সর্বোচ্চ স্তর রয়েছে যা কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় এবং তাঁর অশেষ কৃপায় অর্জিত হতে পারে। এজন্য বেহেশ্‌তের সাতটি দরজা ছাড়াও ৮ম একটি দরজার উল্লেখ রয়েছে যা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে খোলা হয়ে থাকে। এটা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, পরকালে যে বেহেশ্‌ত ও দোযখ দেখা যাবে, ঐগুলি সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। ঐগুলি একজন মানুষের ঈমান ও আমল দ্বারা গঠিত দোযখ-বেহেশ্‌তের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এবং এটাই হচ্ছে প্রকৃত দর্শন। এগুলি এমন কিছু হবে না যা মানুষকে বাইরে থেকে দেয়া হবে, বরং ঐগুলি এমন কিছু যা মানুষের ভিতর থেকেই উদ্ভূত হয়। একজন প্রকৃত ঈমানদার যে অবস্থাতেই

থাকুক না কেন, তার জন্য এ জগতেই একটি বেহেশ্‌ত আছে। এজগতে তার জন্য যে বেহেশ্‌ত রয়েছে তা-ই তার পরজগতের বেহেশ্‌তের প্রতিচ্ছবি ধারন করে। বিষয়টি কতই না স্পষ্ট যে, সকল মানুষের বেহেশ্‌ত তাদের নিজ নিজ ঈমান ও নেক আমল দ্বারাই গঠিত হয়। এর আনন্দ উপভোগের শুরুও এ জগতেই হয়ে থাকে। এটা এ জগতের সেই ঈমান ও নেক আমল যা পর জগতে বহমান পানির নহর সহ বেহেশ্‌তের বাগান হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয় (মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৮৬-৩৮৯)।

সর্বোচ্চ আনন্দ কেবলমাত্র আল্লাহতেই বিদ্যমান। 'জান্নাত' নামেও একে উল্লেখ করা হয়েছে যখন একে 'লুক্কায়িত' বা 'আচ্ছাদিত' অর্থে প্রকাশ করা হয়। এর নাম 'জান্নাত' বা বেহেশ্‌ত' এজন্য দেয়া হয়েছে যে এটা পুরস্কার এবং দান হিসেবে সকল প্রকার ভাল বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে। যাহোক, আল্লাহ্-ই হচ্ছেন প্রকৃত বেহেশ্‌ত এবং এ অবস্থার সাথে কোন প্রকারের উদ্বিগ্নতা বিদ্যমান থাকতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে সর্বোচ্চ পুরস্কারের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে–**'আল্লাহকে পাবার যে আনন্দ, এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আনন্দ'** (সূরা ৯, আয়াত : ৭২)।

একজন মানুষ সর্বদাই কোন না কোন সমস্যায় নিপতিত থাকে। যাহোক, যে যত বেশী আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হবে এবং নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী যত বেশী পরিমাণে ধারণ করবে, তার আরাম ও সান্ত্বনার মাত্রা হবে ততই অধিক। একই ভাবে সে যত বেশী আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করবে, তত বেশী পরিমাণ সে আল্লাহ্‌র দানও হাসিল করবে এবং আল্লাহ্‌র বদান্যতায় তার প্রাপ্য অংশও ততবেশী থাকবে (মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৭)।

একজন মানুষের জন্য এটা জরুরী যে, বেহেশ্‌তের আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতাকে এজগতেই অর্জনের চেষ্টা করা। খোদাভীরুতা ব্যতীত এ ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। চর্মচক্ষু দ্বারা কেউ খোদাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। যাহোক, খোদাভীরুতার চক্ষু একজন মানুষকে খোদা-দর্শনের সক্ষমতা দান করে। খোদাভীরুতার পথ অবলম্বন করলে একজন মানুষকে এটা অনুভব করতে হবে যে, সে খোদাকে দেখছে এবং এভাবে এমন সময় আসবে যখন সে নিজেই বলবে যে, সে বাস্তবিক পক্ষে খোদাকে দেখছে। এ ধরনের মানুষের জন্য এজগতে বেহেশ্‌তের অস্তিত্ব থাকার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণনা রয়েছে, যেমন–'যখন তাদেরকে সেখান থেকে ফলের একটি বরাদ্দ দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, 'এটাতো সেই বস্তু যা পূর্বেই আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল", (সূরা নং ২, আয়াত : ২৬)। অর্থাৎ পরকালে যখন তারা বেহেশ্‌তের বৃক্ষের ফলের স্বাদ গ্রহণ করবে তখন বলবে যে, ঐগুলি তো পূর্বেও তাদেরকে দান করা হয়েছিল–তারা ঐগুলিকে পূর্বে-আস্বাদিত ফলের অনুরূপ দেখতে পাবে। এতে এটা বুঝা যায় না যে, পূর্বে এ জগতে তারা বাস্তবে যে দুধ. মধু, ডালিম, আঙ্গুর ইত্যাদি খেয়েছিল, ঐগুলি হুবুহু সেগুলিই হবে। এ ধরনের সকল ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বেহেশ্‌তের পুরস্কার সমূহ যদি এমন বস্তুই হতো যে তা এজগতেই দেখা যায়, তাহলে মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পারস্পরিক সম অংশিদারিত্ব দেখা যেতো। তাহলে ইহজগত এর সাথে বেহেশ্‌তের পার্থক্য কি? পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী (সা.) এর হাদীস থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বেহেশ্‌তের দান এমন-ই যে, কোন চর্মচক্ষু ঐগুলি কখনো দেখেনি, কোন কর্ণ ঐগুলি শ্রবণ করেনি এবং এদের আস্বাদ পর্যন্ত কখনো কোন অন্তর ও মনে পৌছেনি। যাহোক, আমরা এ জগতের বস্তুসমূহ অবলোকন করি–ঐগুলি সকল চোক দেখে, সকল কান ঐগুলি শোনে এবং ঐগুলির ধারণা সকল অন্তর ও মন স্পর্শ করে। এথেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যদিও বেহেশ্‌তের পুরস্কারসমূহকে এ জগতের বস্তুসমূহের নামের সাথে তুলনা করে প্রকাশ করা হয়েছে, আসলে ঐগুলি এমন কিছু যা এ জগতের বস্তুসমূহ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে প্রশ্ন উঠে যে, তাহলে ঐসব শব্দাবলী–'এটাতো সেই জিনিষ, যা ইতোপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল'–এর অর্থ কি? এখানে এর ব্যাখ্যা একই হবে যেভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত 'কিন্তু যারা এজগতে অন্ধ, তারা পরজগতেও অন্ধ থাকবে' (সূরা নং ১৭, আয়াত : ৭৩) এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[এখানে অন্ধ শব্দটি দ্বারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি হীনতাকে বুঝানো হয়েছে, দৈহিক অন্ধতাকে নয়।]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে তার প্রভু আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হতে ভয় পায়, তার জন্য রয়েছে দু'টি বেহেশ্‌ত' (সূরা নং ৫৫, আয়াত : ৪৭)। যে তার প্রভু আল্লাহ্‌র ভয় পায় এবং তার মহত্ব ও মর্যাদার সামনে ভীতি সহকারে দন্ডায়মান হয়–এমন লোকের জন্য দু'টি বেহেশ্‌ত রয়েছে–একটি এ জগতে এবং অন্যটি আখেরাতে।

যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের সময় তাদের মনের স্বার্থপরতার চিহ্ন মুছে ফেলে বিশুদ্ধ অন্তরে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র অন্বেষণ করে তারা এতে আনন্দ লাভ করতে শুরু করে এবং তখন তাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আধ্যাত্মিক পুষ্টি বিধানের বদান্যতা শুরু হয় যা আত্মাকে আলোকিত করে এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান দান করে (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৭৮-১৭৯)।

মোট কথা হচ্ছে, খাঁটি ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকের জন্য এ জগতেও এবং পরকালেও বেহেশ্‌ত রয়েছে। আর খোদা দর্শনই হচ্ছে সেই প্রকৃত বেহেশ্‌ত।